সোনার মুকুট থেকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সোনার মুকুট থেকে

সূচিপত্র

সোনার মুকুট থেকে ২১৩, অসমাপ্ত কবিতার ওপরে ২১৩, যে জানে না, যে জেনেছে ২১৪, নিসর্গ ২১৫, অন্তত একবার এ জীবনে ২১৬, বিপদ সীমার ঠিক ধার ঘেঁষে ২১৭, জলের দর্পণে ২১৮, অ ২১৮, কল্যাণেশ্বরী বাংলোয় ২১৯, মনে পড়ে না ? ২২০, বন্ধু-সম্মিলন ২২১, মিথ্যে নয় ২২২, অপরাহ্ণে ২২৩, খণ্ড ইতিহাস ২২৩, আত্মপরিচয় ২২৪, একমাত্র সাবলীল ২২৫, ডাক শোনা যাবে ২২৫, প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায় ২২৭, অন্য ভাষ্য ২২৭, নীরা, তুমি···২২৮, কে ? ২২৯ মুহূর্তের অস্থিরতা ২৩০, মাত্র এই এক জীবনে ২৩০, একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত ২৩১, মধ্যরাত্রির নিরালায় ২৩২, জনমদুখিনী ২৩৩, সমূহ অতল ২৩৩, কাব্যজিজ্ঞাসা ২৩৪, চেনা হলো না ২৩৪, নীল হাত ২৩৬, ভোরবেলার মুখচ্ছবি ২৩৭, খিদে-তেষ্টা ২৩৭, বিরহিণীর শেষ রাত্রি ২৩৮, একটা দুটো ইচ্ছে ২৪০

সোনার মুকুট থেকে

একটুখানি ভুল পথ, অনায়াসে ফিরে যাওয়া যেত
আকাশে বিদ্যুৎদীপ্তি, বুক কাঁপানোর হাতছানি
এই কামরাঙা গাছ, নীল-রঙা ফুল, সবই ভুল
হে কিশোর, তবু তাই হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি…

কিছুটা জয়ের নেশা, কিছুটা ভয়ের জন্য দ্রুত ছদ্মবেশ
মৃত চিঠি পড়ে থাকে কালভার্টে নর্দমার জলে
স্বপ্নে কত একা ছিলে, স্বপ্ন ভেঙে মূর্খের মিছিলে
হে কিশোর, সেই অসময় নিয়ে খেলা হলো প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি…

নদীর নারীরা সব ফিরে গেছে, পড়ে আছে নদী
অথবা নারীরা আছে, নদী খুন হয়ে গেছে কবে
যা কিছু চোখের সামনে, বাদ বাকি আঁধার বিস্মৃতি
প্রত্যক্ষের সিংহদ্বার, হে যৌবন হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি…

যে দুঃখ বোঝে না কেউ তার অশ্রু মরকতমণি
শেষ বিকেলের মৃদু-আলো-মাখা-ঘাসে পড়ে আছে
নির্বাসন ছিল বড় মধুময়, মন-গড়া দ্বীপে
প্রেম নয়, হে যৌবন, প্রতিচ্ছবি হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি…

অসমাপ্ত কবিতার ওপরে

অসমাপ্ত কবিতার ওপরে ছড়িয়ে আছে ঘুম
চুলগুলি এলোমেলো
যেন সে আদর চায়
কবিতার কাছে চায় কিছুটা উষ্ণতা
গুটিসুটি শরীরটি ছোট হয়ে আছে

কেমন করুণ ক্লান্ত, ঘুমের প্রাঙ্গণে অসহায়
সেই কবি !

সারারাত জ্বলে থাকে আলো
জানলার ঝিল্লিতে ঝরে অভ্রফুল, তুষারের মতো
সাজানো অক্ষরগুলি চেয়ে থাকে, দ্যাখে
রেফ্ ও র-এর ফুট্‌কি, তাদেরও বলার আছে কিছু
আর সব ঠিক থাক
মানুষ মিলিয়ে যাক মানব সমাজ
পৃথিবী নিজস্ব মতে ছুটুক উন্মুক্ত বায়ুযানে
একজন কবি শুধু অসম্পূর্ণ
কবিতার খাতা খোলা, পাশে তার ঋণী মুখখানি
তার দুঃখ স্পষ্ট চেনা যায়
লেগে আছে ঠোঁটে ও কপালে ।

যে জানে না, যে জেনেছে

যে কিছুই জানে না সে সব-কিছু ভাঙে
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
জল

অন্ধকার নদীতীরে শ্মশান শিখরে সমুজ্জ্বল
কালপুরুষের অসি, দূরে কোন্ রমণীর হাসি
যে কিছুই জানে না সে তাও ভেঙে দেয়
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
ছবি

ঘূর্ণিঝড় নিমরাজি নৌকোখানি ডুব দিয়েছিল ভরা গাঙে
এক পারে মৎস্যকন্যা, অন্য পারে মরা লখিন্দর
চৈত্রের দিনান্তে সেই ছন্নছাড়া বেলা
যে কিছুই জানে না সে নদীটির দুই কূল ভাঙে
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
বেহুলার ভেলা

তারপর স্তব্ধতায় দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় কণ্ঠস্বর
স্পর্শে টের না পেলেও বোঝা যায় দূরে কাছে আছে যে সবই
যে কিছুই জানে না সে তখনো নেশায় ভেঙে যায়
যে জেনেছে, সেও তো ভেঙেছে, আর কোনো কিছু না পেলেও,
প্রেম।

নিসর্গ

পাতা পোড়া গন্ধ পায় না পাতা-পোড়ানীরা
ঝুলি ঝুলি অন্ধকারে পাথরের মুখ বসে থাকে
বনস্থলী কথা বলে
ঘুম ভাঙে ফুলের সংসারে

এ বছর শীত কিছু বেশি।

রাজ্যহীন রাজা যেন বসে আছে একলা ভিমরুল
অদৃশ্য নদীর খাতে পড়ে আছে নদীটির নাম
টিয়া পাখিনীটি তার পুরুষের বুক ঘেঁষে
নেয় মৃদু আঁচ
নীরবতা গ্রীবা তুলে চেটে খায় হিম।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে ছিট্‌কে ওঠে টুকরো জবাফুল
অতিথিবৎসল গাছ সংহারের দৃশ্যটিকে দেখে
যার যার ভালোলাগা,
যার যার আলাদা সুন্দর
ভিন্ন ভাষা, দুঃখ ভালোবাসা।

এই যে এখানে বসা গুটিসুটি কয়েকটি মানুষ
অবয়ব স্পষ্ট নয়, আগুনের রং মাখা চুল
পুরুষেরা ধরে আছে রুক্ষ হাঁটু,
উঁচু স্তনে চেনা নারী
শব্দ নেই, ঘ্রাণ, রূপ নেই।
ভোরের ফ্যাকাসে আলো নিয়ে এলো পৃথিবীর খিদে

মাটির গহ্বরে জাগে সাজ-সাজ রব
মানুষেরা উঠে যাবে
মিশে যাবে গাঢ়তম বনে
এইবার শুরু হবে খেলা।

অন্তত একবার এ জীবনে

সুখের তৃতীয় সিঁড়ি ডান পাশে
তার ওপাশে মাধুর্যের ঘোরানো বারান্দা
স্পষ্ট দেখা যায়, এই তো কতটুকুই বা দূরত্ব
যাও, চলে যাও সোজা!

সামনের চাতালটি বড় মনোরম, যেন খুব চেনা
পিতৃপরিচয় নেই, তবু বংশ-মহিমায় গরীয়ান
একটা বড় গাছ, অনেক পুরোনো
তার নিচে শৈশবের, যৌবনের মানত্-পুতুল
এত ছায়াময় এই জায়গাটা, যেন ভুলে যাওয়া স্নেহ্
ভুল নয়, ছায়া তো রয়েছে।

সদর দরজাটি একেবারে হাট করে রাখা
বড় বেশি খোলা, যেন হিংসের মতন নগ্ন
কিংবা জঙ্গলের ফাঁসকল
আসলে তা নয়, পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ পরিহাস
লোহার বল্টুতে এত সুন্দর সাজানো, এত দৃঢ়
আর বন্ধই হয় না!
ভিতরের তেজী আলো প্রথমে যে সিঁড়িটা দেখায়
সেটা মিথ্যে, দ্বিতীয়টি অন্য শরিকের
বাকি সব দিক, বলাই বাহুল্য, মেঘময়।

মনে করো, মল্লিকবাড়ির মতো মৃত কোনো গথিক স্থাপত্য
ভাঙা শ্বেত পাথরেরা হাসে, কাঠের ভিতরে নড়ে ঘুণ
কত রক, পরিত্যক্ত দরদালান, চামচিকের থুতু
আর কিছু ছাতা-পড়া জলচৌকি, ঐখানে

লেগে আছে যৌনতার তাপ
ঐখানে লেগে আছে বড় চেনা নশ্বরতা
তবু সব কিছু দূরে, ছোঁয়া যায় না, এমন অস্থির মনোহরণ
মধ্যরাতে ডাকে, তোমাকে, তোমাকে !

দুপুরেও আসা যায়, যদি ভাঙে মোহ
অথবা ঘুমোয় ঈর্ষা পাগলের শুদ্ধতার মতো
তখন কী শান্ত, একা, হৃদয় উতলা
হে আতুর, হে দুঃখী, তুমি এক-ছুটে চলে যাও
ঐ মাধুর্যের বারান্দায়
আর কেউ না দেখুক, অন্তত একবার এ জীবনে ।

বিপদ সীমার ঠিক ধার ঘেঁষে

বিপদ সীমার ঠিক ধার ঘেঁষে পা ঝুলিয়ে
বসে আছে দুটি ছেলে মেয়ে
ভারসাম্য বাঁধা আছে একটিমাত্র চুলে
তবু ছলচ্ছল হেসে ওরা কেন
আকাশ সাঁতরায় ?

ঝড় নয়, পাখি উড়ে গেলে
যেটুকু বাতাস কাঁপে তাও যেন বেশি
পৃথিবীর রোদ-বৃষ্টি ভাগাভাগি হয়ে গেছে কবে
সব ভূমি রক্ত মাংসে গাঁথা
নেহাত আকাশ ছাড়া আর কোনো উদ্যানের
অবিঘ্নতা নেই
তবু ওরা চুলে বাঁধা ভারসাম্যে দোল খায়
সকৌতুক মুখ দুটি শিল্প হয়ে ওঠে
মহাকাল ব্যগ্র হয়ে দেখে
দেখে যে আশ্ মেটে না
চক্ষে লাগে দুঃখের কাজল ।

জলের দর্পণে

মাথার ভিতরে এক কালো দিঘি অতিকায় জলের দর্পণ
স্তব্ধ, স্থির, নিবাত নিষ্কম্প, শুধু
রাজহংসীটির ছেলেখেলা
কোনাকুনি জলকে দু'ভাগ করে চলে যায়
খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে মেঘ
রাজহংসীটির এই রমণীয় একাকিত্ব
মেধার গহনে আনে তাপ
জল ভাঙে, জলের ভিতরে ছবি ভেঙে যায়
মেঘের সারল্য সব ঈর্ষা মুছে বলে
সুন্দর সুন্দরতর হতে পারে
মহত্ত্বও আরও মহীয়ান
এইসব কিছুই চাক্ষুষ নয়, জলের ভিতরে
যেন এই পৃথিবীতে দেখা এক অলীক পৃথিবী ।

অ

কে যে মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে
তবু ভালো, শোনার মতন কেউ নেই
সকলেই ঘোর অমাবস্যা দেখতে গিয়েছে সমুদ্রে
মনীশেরও পোশাকের মধ্যে আছে অতিশয় শশব্যস্ত অ-মনীশ
তার বন্ধু অ-অরুণ, অ-সিদ্ধার্থ
অ-লাবণ্য এরাও গিয়েছে

কে যেন মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে
অ-ভালোবাসায় মগ্ন ওরা সব,
সকলেই এক হয়ে আছে
এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে বাকিটুকু চুনকাম হয়
ঘর-বাড়ি ভেঙেচুরে সর্বস্ব নতুন
অ-ব্যবহৃত ক্রেন অমানুষ হয়ে উঁকি মারে

কে যেন মনীশকে ডাকলো মনীশের জাগরণ ভেঙে ?

মনীশ, মনীশ, এসো, টেলিফোন, দূর থেকে কেউ…
অ-মনীশ ছুটে এলো,
কার জন্য ? ও আমার নয় !

অ-লেখা চিঠিও ফিরে যায়, যেরকম অ-দেখা স্বপ্নের বর্ণচ্ছটা
ও আমার নয়, এই অসময়ে কেউ ডাকবে না
বস্তুত ঘুমই হয়নি কয়েক রাত, অতিক্রত চল্‌ছে মেরামতি
কালই একটা কিছু হবে। সকলেই তৈরি থাকো,
তৈরি হও, কাল
আগামী কালের জন্য অপেক্ষায় আছে এই
জীবনের অ-বিপুল অ-পূর্ণতা

অ-মনীশ গেছে তার অ-বন্ধু ও অ-বান্ধবী
সকলের কাছে
কে যেন মনীশকে ডাকলো মনীশের জাগরণ ভেঙে ?
ও আমার নয়, এই অ-সময়ে কেউ ডাকবে না।

কল্যাণেশ্বরী বাংলোয়

এই নিস্তব্ধতা বড় তীক্ষ্ণ, যে শব্দভেদী, যে প্রেমহীন
মানুষের কাছাকাছি মানুষের বিকিরণ টের পাওয়া যায়
এখানে মানুষ নেই, বৃক্ষ-সমাজের থেকে এত বেশি নিশ্বাসের হাওয়া
আমাকে একলা নিতে হবে, সতেরো জনের খুশি হবার মতন
পাখিদের ডাকাডাকি আমার একার জন্য,
এতদূর আকাশ সীমানা
অনায়াসে দুঃখী মানুষেরা মিলে ভাগ করে নেওয়া যেত,
এত আলো, এত নীল অন্ধকার, আমাকে বিপুল ধনী করে দেয়
এত বিলাসিতা যেন আমার সাজে না !

বৃদ্ধ চৌকিদার গেছে বরাকরে, রাতে সে ফিরবে না
আমার রাজত্বে আজ আমিই রাজা ও প্রজা, সঙ্গে আছে
দুটি হাত, দুটি পা ও কুড়িটি আঙুল
একুশটিও বলা যায়

তাছাড়া অজস্র পক্ষপাত, রোমকূপ, ছটি প্রিয় বন্ধু ইন্দ্রিয় এবং
ছ'রকম রিপু
তবু একাকিত্ব হয় সভাপতি, বাকি সব অস্পষ্ট নীরব
এমন নির্জনে আমি সহসা ভয়ার্ত হয়ে উঠি,
নিজেকেই ভয়, আর কাকে ?

এমন নিবিড়ভাবে নিজের সান্নিধ্যে নিজে দেখা হলে
পাথরের বিশুদ্ধতা ভেঙে যায়, ভেঙে যায় নদীর গরিমা
কীর্তি মাথা নিচু করে, ভুল স্বর্গ নেমে আসে কাছে
কত না জবাবদিহি, কত অনিত্যের শিহরন
তার চেয়ে স্মৃতি ভালো
তার চেয়ে নারীদের রূপ রোমন্থন করা ভালো
অথবা উলঙ্গ হয়ে বারান্দায় রাত্রি প্রকৃতির মধ্যে মিশে যাওয়া ভালো।

মনে পড়ে না ?

আপাতত বিশ্বশান্তি, একঘণ্টা চব্বিশ মিনিট
তীব্র নীল আলো ফেলে
উড়ে গেল অন্যদেশী পাখি
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো

শান্ত চেয়ারের পাশে লাল ছাতা, চটি জোড়া
দরজার কাছে
তোমার হাতের রোদ মুখের সমুদ্রে খেলা করে।

কিছুক্ষণ আমার আমিত্ব যাক মধ্য এশিয়ায়
আমি কেউ নই, আমি তৃষ্ণার্ত সন্ন্যাসী
তুমি ডান হাত তোলো আঙুলে জ্বালাও দীপাবলী
সকলেই জানে আমি অগ্নিভুক, অনায়াসে দিতে পারো
যত আছে যুদ্ধের বারুদ
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো
পায়ের পাতার কাছে গালিচার মতন আকাশ।

ভালোবাসা কিছু নয়, তার জন্য আছে দুঃসময়

চতুর্দিকে ভারি ভারি স্তম্ভ, তার ফাঁকে ফাঁকে
চড়ুইয়ের বাসা
দেখেছি অনেক দয়া, দেখেছি মৃত্যুর পরিহাস
এত মেঘ, এত মেঘ, জীবন জড়িয়ে আছে
রূপক মেঘেরা

বিদ্যুৎ চমক, শোনো, শব্দ শোনো একঘণ্টা চব্বিশ মিনিট
একটি নিশান, শুভ্র, নিয়ে আসে চোখের দেবতা
আর সব থেমে আছে, আলো-অন্ধকার মিশে আছে
তুমি বসে থাকো, তুমি চোখ নিচু করো
এতদিন পর দেখা, মনে কি পড়ে না কিছু, নীরা ?

বন্ধু-সম্মিলন

বন্ধু-সম্মিলন ছিল কাল মধ্যরাতে
চাঁদের পাড়ায় খুব গণ্ডগোল, পরীরা সবাই নিরুদ্দেশ
নদীর কিনার ঘেঁষে বাঁধা নীল তাঁবু
আমাদের ছেলেবেলা, আমাদের পাগলামির
সোঁদা গন্ধ মাখা
বাতাস উনপঞ্চাশ, দিগন্তের ওপারে আকাশ

আমাদের পদধ্বনি শুনে থেমে যায় ঝিল্লিরব
আঁধার উজ্জ্বল হলো আমাদের নিজস্ব মশালে
শরীরের রোমহর্ষ, প্রথম শীতের স্নিগ্ধ স্বাদ
পুরোনো কালের সেই শতরঞ্জি, খুবই যেন
চেনাশুনো ধুলো

বহুদিন পর দেখা, হাসাহাসি ভুরুর তলায়
কথা নেই, সকলেই সব জানি, নীরবতা ছিল মধ্যমণি
বন্ধু-সম্মিলন ছিল কাল মধ্যরাতে ।

মিথ্যে নয়

কবিতার সার কথা সত্য, অথচ কবিরা সব
মিথ্যুকের একশেষ নয় ?

নীরার গলায় আমি কতবার দুলিয়েছি উপমার মণিহার
ভোরবেলা
নীরার দু'হাতে আমি তুলে দিই
শিশির-মাখানো সাদা ফুল
ফুলগুলি জাদু সরঞ্জাম যেন
হঠাৎ অদৃশ্য হতে জানে
কতকাল ফুল ছুঁইনি, আঙুল পোড়ায় সিগারেট ।

বিশুদ্ধ পোশাক পরা আমি এক ফুলবাবু
সন্ধেবেলা ফুরফুরে বাতাসে
বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মেতে থাকি তর্কে ও উল্লাসে ।
সেই আমি মধ্যরাতে কবিতার খাতা খুলে
নির্জন নদীর ধারে একাকী পথিক
হাত দুটি যুক্তি-ছেঁড়া রূপের কাঙাল ।

আমার কাঙালপনা দুর্লভ দু'একদিন
নীরাকেও করে তোলে
কিছু দয়াবতী
তীর্থের পুণ্যের মতো সামান্য লাবণ্য ছুঁয়ে দেয়
তীর্থের পুণ্যের মতো ? তার চেয়ে কম কিংবা
বেশি নয় ?
রত্ন-সিংহাসন আমি এ-জন্মে দেখিনি একটাও
তবুও নীরার জন্য বৈদূর্যমণির সিংহাসন আমি
পেতে রাখি
যদি সে কখনো আসে, সেখানে সে বসবে না
জলে-ভেজা একটি পা
শুধু তুলে দেবে ।

মিথ্যে নয়,

নীরা, তুমি জেনে রাখো, সেরকমই সাজানো রয়েছে।

অপরাহ্ণে

তোমার মুখের পাশ কাঁটা ঝোপ, একটু সরে এসো
এপাশে দেয়াল, এত মাকড়সার জাল !
অন্যদিকে নদী, নাকি ঈর্ষা ?
আসলে ব্যস্ততাময় অপরাহ্ণে ছায়া ফেলে যায়
বাল্য প্রেম
মানুষের ভিড়ে কোনো মানুষ থাকে না
অসম্ভব নির্জনতা চৌরাস্তায় বিহ্বল কৈশোর
এলোমেলো পদক্ষেপ, এতদিন পর তুমি এলে ?
তোমার মুখের পাশে কাঁটা ঝোপ, একটু সরে এসো !

খণ্ড ইতিহাস

মাঠের ভিতরে এত পরিশুদ্ধ ঘর বাড়ি, এসব কাদের ?
কাঠবিড়ালি ও ভোমরা, সদ্য-বিবাহিত পাখিদের !
মাঠের কি স্মৃতি নেই, মনে নেই তার বাল্যকাল
এইখানে শুয়ে ছিল বাপ-মা-খেদানো এক
উদাসী রাখাল
কিছুটা জঙ্গলও ছিল, পাতা-ঝরা গান হতো শীতে
একটি জারুল সব লিখে গেছে আত্মজীবনীতে।

পাথর-পূজারী এক সন্ন্যাসীর স্বপ্ন ছিল, ঘুম ছিল,
দুঃখ ছিল বেশি
জ্যোৎস্নার মতন হাসি সঙ্গিনীটি বিশ্বাসঘাতিনী এলোকেশী !
সেই পাথরেরও ছিল অনেক জমানো গুপ্ত কথা
পিঁপড়েরা সব জানে, মাটির গভীরে আজও জমে আছে
ওদের ভাষার নীরবতা…

এসবই পুরোনো ইতিকথা, সেই দুঃখী সন্ন্যাসীর বংশধর

এখন তোফায় আছে, পগেয়াপট্টির এক নিত্য
সওদাগর
রাখালেরও উত্তরাধিকার আছে, রাজমিস্ত্রি,
মজুর, জোগাড়ে
লাল-নীল-সোনালী হর্ম্যেরা জাগে কয়েকটি
মহিষ রুক্ষ ঘাড়ে
প্রতিটি জানলায় পর্দা, বারান্দায় ডালপালা
মেলে আজও রয়েছে প্রকৃতি
কাঠবিড়ালিরা ঘোরে সাইকেলে, ভোমরার গুঞ্জনে রাষ্ট্রনীতি
পাহাড়ের পাঁজরা ভাঙা মোরামের রাজপথ, আর কিছু
খুনসুটি গলি
সংসারী পাখিরা ছোটে ভোরবেলা, ঠোঁটে ঝোলে
বাজারের থলি।

আত্মপরিচয়

আমাকে চিনতেন তিনি, দেখা হতে বললেন, কে তুমি ?
তখন বিকেল ছিল নদীর উড়ন্ত বুকে ঝুঁকে
আমি বললুম, সেই বারুদ-ঝড়ের দিনে একলা
ধানক্ষেতে যে সহাস্যে শুয়ে ছিল রক্তমাখা মুখে
আমি তারই বিদেশী যমজ।

তাঁর কালো আলখাল্লায় সোনালী রোদের বাঁকা সুতো
দাড়ির জঙ্গলে জ্বলে শতাব্দী ছাড়ানো দুই চোখ
পাহাড়ী গ্রীষ্মের হাওয়া হাসলেন দিগন্ত উড়িয়ে
বললেন, শোনো হে, তুমি, ভাই-বন্ধু যে হোক সে হোক
বলো দেখি, পিতা কে, মাতা কে ?

তখন আকাশ হলো রাত্রিমুখী, নদী দিল ডুব
খরোষ্ঠী লিপির টানে মৃদু হাস্যে জানালুম তাঁকে
আমার জন্মের কোনো দায় নেই, যেরকম উট্‌কো পরগাছা
শ্মশানের ঝাড়ুদার বাপ আর শকুনেরা ছিঁড়ে খায় মাকে
তবু আমি সত্যের জারজ !

একমাত্র সাবলীল

এই সাবলীলতার কাছে তুমি হাঁটু মুড়ে বসো
আর সবই জটিল, অলীক
মানুষের কাছাকাছি মানুষের দূরত্ব গহন
হাতে কিছু ছোঁয়া যায় না, চোখ দিয়ে
দেখা যায় না কিছু
একমাত্র সাবলীল, যার ধ্বনি মাতৃগর্ভ জানে।

পিঁপড়ে জানে, পাখিরাও জানে
বুড়ো ঘোড়া পাহাড়ের প্রান্তে গিয়ে চোখ বুজে শোয়
আকাশে দেবতা নেই, জলে নেই জীবন্ত ঈশ্বর
নশ্বরতা শব্দ করে, বাতাস অগ্রাহ্য ভাবে
অভিমানহীন চলে যায়…
সেই সাবলীলতার কাছে তুমি হাঁটু মুড়ে বসো
সেই সাবলীলতার কাছে থাক নির্জন বিশ্বাস
সেই সাবলীলতার কাছে থাক আত্মপ্রেম-রতি
জীবন দু'দিকে যায় নিজের নিয়মে।

ডাক শোনা যাবে

এই সুখ কে এনেছে
তাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও !

এই ছিটে-বেড়া-দেওয়া বাড়ি
কে ছিল এখানে
শিউলি গাছটি আজ হিম ঝড়ে নত
সে কি জানে ?
এত এলোমেলো পদাঘাত
তুমুল শৈশবে
দু'হাতে বারুদ মেখে খেলা
শেষ হলো কবে ?
সবুজ দিঘির পাশ ধুলো-মাখা-হাঁস

হংসীটিও কালো
বাতাসে পরাগ-গন্ধ, মাদক-বাতাস
কোথায় হারালো ?
সেই প্রেম
স্তন ছুঁয়ে ফুলের আদর
উরুর গরম থেকে বুক-কাঁপা রোদ
জ্যোৎস্না-মাখা ঝড় !
সেই চিঠি, হাসির মুকুট
ভয়-ভাঙানোর অবলীলা
আকাশে উড়ন্ত প্রিয় গন্ধ
সব দুঃখ অন্তঃসলিলা ।

॥ ২ ॥

এই সুখ কে এনেছে
তাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও ।

সহসা ভেঙেছে যারা পাথরের ঘুম
বজ্রমুঠি লোহার আগুনে
তাদের বুকের মধ্যে জমেছে পাথর
শব্দ গুনে গুনে ।
সার্থকতা বিমানের সিঁড়ি
ছাপার অক্ষরে ভালোবাসা
যেখানে হৃদয় ছিল, আজ
অচেনা বন্ধুরা খেলে পাশা
সেই নারী উষ্ণ সশরীর
অন্ধ খোঁজে তাকে
শীতের পাখিরা আসে পথ ভুলে
প্রবল বৈশাখে ।
এই সুখ, এই সে ঘাতক
তুলে নাও ছুরি
রক্তস্নানে যদি দ্বিধা হয়
অন্য হাতে ভুলের মাধুরী ।
চোখে চোখ, বুকে বুক আর

ওষ্ঠে গোলাপের ওষ্ঠ দিয়ো
অন্তরীক্ষে ডাক শোনা যাবে
রোমিও ! রোমিও !

প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষায়

বিশ্বাসই হয় না যেন এতদিন কেটে গেছে
এই তো সেদিন দেখা হলো
মোড়ের দোকানে এসে দুটি সিগারেট ধার, মনে নেই ?
বৃষ্টি ভেজা হাঁটা পথ, চতুর্দিকে কত চেনা বাড়ি
যখন যেখানে খুশি যাওয়া যায়, বাদলের ছোড়দিকে
অনায়াসে বলা যায় শার্ট খুলে
একটা বোতাম একটু লাগিয়ে দিন না
এই তো সেদিন মাত্র দুপুরে জিনের পাঁট হাতে নিয়ে
অকস্মাৎ শক্তি উপস্থিত
চোখ টিপে বলে উঠলো, অফিসের বেয়ারাকে দিতে বলো
দুটো খুব ছোট ছোট নীল-রঙা গ্লাস
চায়ের দোকানে এসে প্রণবেন্দু শোনাতো পেলব স্বরে নতুন কবিতা
শরতের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম আর সমীরের উপহার
নতুন চাইবাসা
ঠিক যেন গতকাল, বন্ধুদের পাশ ছেড়ে,
নিঃশব্দে পালাতুম মানিকতলায়
এবং এক পা তুলে ফুটপাথ প্রতীক্ষায় কেটে যেত
দণ্ড পল, অনেক প্রহর
গানের ইস্কুল থেকে যদি কেউ আসে, যদি
একবার চোখ তুলে চায়
আজও যেন রয়ে গেছি প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
যদি দেখা হয় !

অন্য ভাষ্য

প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহংকার দেয়

আমি মানুষ হিসেবে একটু উঁচু হয়ে উঠি
দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত
ছড়িয়ে যায়
যেন ভোরের আলোয় নদীতে স্নানের মতন স্নিগ্ধ
সমস্ত মানুষের চেয়ে আমি অন্য দিকে
আমার আলাদা পথ
আমার হাতে পৃথিবীর প্রথম ব্যর্থ প্রেমিকের উজ্জ্বল
পতাকা
সার্থক মানুষের অশ্লীল মুখ আমাকে দেখে ভয় পায়
আমি পথের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দিই,
রিক্সাওয়ালাকে দিই সিগারেট
যীশুর মাথা থেকে খসে পড়েছে কাঁটার মুকুট
তুলে দিতে হয় আমাকেই
আমার দু'হাত ভর্তি অঢেল দয়া, আমাকে কেউ
ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা বিশ্বপ্রকৃতিকে
মনে হয় খুব আপন
আমার অহংকার পাহাড় শিখর ছাড়িয়ে ফের বিনীত
হয়ে আসে
আমি দুনিয়াকে সুখী হবার আশীর্বাদ করি।

নীরা, তুমি…

নীরা, তুমি নিরন্নকে মুষ্টিভিক্ষা দিলে এইমাত্র
আমাকে দেবে না ?
শ্মশানে ঘুমিয়ে থাকি, ছাই-ভস্ম খাই, গায়ে মাখি
নদী-সহবাসে কাটে দিন
এই নদী গৌতম বুদ্ধকে দেখেছিল
পরবর্তী বারুদের আস্তরণও গায়ে মেখেছিল
এই নদী তুমি।

বড় দেরি হয়ে গেল, আকাশ পোশাক হতে বেশি বাকি নেই
শতাব্দীর বাঁশবনে সাংঘাতিক ফুটেছে মুকুল
শোনোনি কি ঘোর দ্রিমি দ্রিমি ?

জলের ভিতর থেকে সমুত্থিত জল কথা বলে
মরুভূমি মেরুভূমি পরস্পর ইশারায় ডাকে
শোনো, বুকের অলিন্দে গিয়ে শোনো
হে নিবিড় মায়াবিনী, ঝলমলে আঙুল তুলে দাও
কাব্যে নয়, নদীর শরীরে নয়, নীরা
চশমা-খোলা মুখখানি বৃষ্টিজলে ধুয়ে
কাছাকাছি আনো
নীরা, তুমি নীরা হয়ে এসো।

কে ?

বাগানে কার পায়ের ছাপ ? ফুল-ঘাতক
কে ?
নদীর ধারে পথ হারানো একলা-মুখো
কে ?
দৌড়ে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে গেল
কে ?
বাঁ হাত ভরা প্রতিশ্রুতি, ডান হাতে ভয়
কে ?
রিক্সাওয়ালার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে নাচে
কে ?
ফিরে আসবো বলেও আর ফিরে এলো না
কে ?
সারাবছর স্বপ্ন দ্যাখে ছুটি চুরির
কে ?
তোমার মিথ্যে আমার মিথ্যে বদলে নেয়
কে ?
লালকে হলুদ হলুদকে লাল রঙ ফেরায়
কে ?
আগুন কিংবা প্রেমের মধ্যে জল মেশায়
কে ?
দুঃখ আর অতৃপ্তির তৃতীয় ভাই
কে ?

মুহূর্তের অস্থিরতা

বারুদ রঙের এক বাড়ি, তার বারান্দায়
শীতের রোদ্দুরে
আমারই মনুষ্যদেহ।

বাগানে অনেক ডালপালা, তার এক ডালে
কুসুম ফোটেনি
সেখানে আমার আত্মা।

কখনো আমার হিম আত্মা এই নরদেহ
চেয়ে চেয়ে দেখে
দেখার মতন দেখা।
কখনো লৌকিক চোখ সুড়ঙ্গ দেখার
মতো সরু চোখে
আত্মার দর্শন চায়।

কিছুই মেলে না
মুহূর্তের অস্থিরতা ঘূর্ণী বাতাসের মতো উড়ে গেলে
আয়নায় রক্তের ছাপ পড়ে
আমারই থুতনির রক্ত—

মাত্র এই এক জীবনে

অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
নদীর এক ধারে শুধু সারিবদ্ধ গাছ রুদ্ধবাক
আমাদের দিনগুলি জলের ভেতরে জল
তারও নিচে জল
রোদ্দুরের পাশাপাশি ছায়ার নির্মাণ, তারা ক্রমশই গাঢ়
অনেক গোপন কথা আছে
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা
যে-কথা তোমার নয়, যে-কথা আমার নয়

সকলেই সেই কথা বলে
কেউ চলে যায় দূরে একা মুখ লুকোবার ছলে
পিঁপড়ের সংসার ভেঙে যায়
পড়ে থাকে ঝুরো ঝুরো মাটি
ভালোবাসা ছিল, যেন লম্বা এক গলা তোলা প্রাণী
দিন চলে যায় রাতে, রাত্রিগুলি শুধুই অদৃশ্য
নীরব মুহূর্তে গাঁথা মালাখানি আমাকেও রেখে যেতে হবে
অনেক গোপন কথা…
মাত্র এই এক জীবনে কিছুই হবে না বলা !

একটি প্রার্থনা-সংগীত

গরুদের জন্য দাও ঘাস জমি, খোলামেলা ঘাস জমি,
চিকন সবুজ
ওরা তো চেনে না কোনো রান্নাঘর, ওরা বড় ন্যালাখ্যাপা
অবোধ অবুঝ
কুকুরের জন্য দাও কাঁচা মাংস, লাল মাংস, রক্তমাখা হাড়
ওরা তো খায় না ঘাস, সবুজকে ঘেন্না করে, ওরা চায়
হাড়ের পাহাড়
বাঘেরা বেচারি বড়, দিন দিন কমে যায়, চিড়িয়াখানায় শুধু
বাঘ দেখা হবে ?

ওদেরও জন্য দাও নধর হরিণ, দাও খরগোশ
বনের বাঘেরা ফের
মাতুক পুরোনো উৎসবে !
বিড়ালকে মাছ দাও, ব্যাঙেদের সাপ দাও, থুড়ি থুড়ি থুড়ি
সাপদের দাও ব্যাঙ, ছোট-বড় ব্যাঙ
টিকটিকিদের দাও প্রজাপতি, আর কুমিরকে মাঝে মাঝে
ছুঁড়ে দিয়ো
দু-একটা ছাগলের ঠ্যাং !

নদীদের মেঘ দাও, পাহাড়কে দিয়ো গাছ, আর গাছেদের
দিয়ো ঠিকঠাক ফুল ফল

পেঁপে গাছে কোনোদিন ফলে না কখনো যেন হঠাৎ কাঁঠাল
আর নারকোলে ভুল করে
কোকোকোলা দিয়োনাকো
দিয়ো শাঁস জল !

আর মানুষের জন্য দাও…
আর মানুষের জন্য দাও…
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, হা-হা-হা-হা
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, হা-হা-হা-হা
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না
কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। …

মধ্যরাত্রির নিরালায়

মধ্যরাত্রির নিরালায় সন্ন্যাসী তাঁর মুখোশটি খুলে
দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলেন
তারপর শুতে গেলেন পাথুরে মেঝেতে
তাঁর বিনা সাধনায় ঘুম এলো
ক্রমশ তাঁর ওষ্ঠে ফুটে ওঠে ম্লান, ছাইমাখা হাসি
হাত দুটি বুকের ওপরে আড়াআড়ি রাখা
এখন তিনি ঈশ্বরহীন প্রকৃত নিঃসঙ্গ।

আকাশ-ছড়ানো স্তব্ধতা খানখান করে চিরে
অকস্মাৎ ধমকে উঠলো চন্দ্রমৌলি পাহাড়-শিখরের বজ্র
পাইন বনের কোনাচে গড়ন ঝলসে উঠলো
কোনো এক অজানা শিসের তীক্ষ্ণ শব্দে
সন্ন্যাসী পাশ ফিরলেন, মুখে তাঁর
শিশুকালের লালা
একটি কালো রঙের বেড়াল থাবা ঘুরিয়ে মারলো
জ্যোৎস্নার ছায়াকে
ধুনির নিভন্ত আগুনে কোনো কাঠুরের দীর্ঘশ্বাস
নারীর গোপন দুঃখের মতন অন্ধকার-ঢাকা নদী,

তার কিনারে পায়ের ছাপ
ঘুমন্ত সন্ন্যাসীর পবিত্র অন্তঃকরণ থেকে
জেগে উঠলো হাহাকার,
আমি ! আমি !
তাঁর শরীরে ছিঁড়ে যেতে চাইলো চার খণ্ডে
হাত তুলে তিনি ব্যাকুলভাবে আলিঙ্গন করলেন
শূন্যতা
তৃতীয় প্রহরের নিয়মিত দুঃস্বপ্নে তাঁকে
পাহারা দিতে লাগলো
তাঁর কঠিন, জাগ্রত পুরুষাঙ্গ ।—

জনমদুখিনী

যতদিন ছিলে তুমি পরাধীনা ততদিন ছিলে তুমি সবার জননী
এখন তোমাকে আর মা বলে ডাকে না কেউ
লেখে না তোমার নামে কবিতা
বুক মোচড়ানো সুরে সেইসব গান
গুপ্ত কুঠুরিতে মৃদু মোমের আলোর সামনে আবেগের মাতামাতি
জনমদুখিনী মা কোনোদিন স্বাধীনা হলে না
এখন তোমাকে আর ভুলেও ডাকে না কেউ
আঁকে না তোমার কোনো ছবি
কেউ কারো ভাই নয়, রক্তের আত্মীয় নয়
নদীর এপার দিয়ে, নদীর ওপার দিয়ে চলে যায় বিষণ্ণ মানুষ !

সমূহ অতল

কে অমন নেমে গেল এইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে ছুটে
দরজা খোলা, সমস্ত আসবাবে হাহাকার
জানালা আছড়ে দিল রঙিন বাতাস ।

কলের জলের স্রোত অকস্মাৎ গেল অস্তাচলে
শূন্য ছাইদান থেকে উঠে আসে ধোঁয়া

কে কোথায় হেসে উঠলো কথা ঘোরাবার লঘু ছলে ?

দেয়াল ঘড়িটি বন্ধ, পাশে ডেকে উঠলো টিকটিকি
জানালা আছড়ে দিল রঙিন বাতাস
এক দিকে পাশ ফেরা ছবির রমণী দোলে, উরু দোল খায়।

আলো ছিঁড়ে যায় মেঘে, ক্রমশই আরোপিত মেঘ
মানুষের একাকিত্ব ছুঁয়ে দেয় সশব্দ প্রকৃতি
আমিও মানুষ, নাকি অবয়ব, ছিঁড়েছে শিকড় ?

এখানে ছিল না কেউ, এখানে আমিও নই একা
কে অমন নেমে গেল দপ্‌দপিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে
এমনও তো সিঁড়ি আছে, যার নিচে সমূহ অতল।

কাব্যজিজ্ঞাসা

মায়ের কপট ঘুম, বাপ বাইরে,
তিনটি শিশু কাঁদে অহরহ
ক্ষুধার্ত মানুষ আনে কাব্যে কোন্ রস, তা কি জানেন ভামহ ?
নদীটির মৃতদেহ আগলে আছে
গ্রামখানি, নির্মেঘ দুপুর
এই দৃশ্যে লাগে কোন্ অলংকার, তা কি লিখেছেন কর্ণপুর ?

চেনা হলো না

অন্তত সাড়ে-তিন হাজার উপমা দিয়েছি
তবুও চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

ধর্ম কিংবা ঈশ্বর চিন্তায় মন দিইনি কখনো
তাতে বাঁচিয়েছি অনেকটা সময়
সেই সময় নিয়ে মাথা খুঁড়েছি ছন্দ মিলে

শব্দের প্রতিবেশী শব্দ
ধ্বনির পাশাপাশি ধ্বনি
সব-কিছুর ওপর ঝড়ে নির্লিপ্ত ঘুম
তবু চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

সমুদ্রের ধারে শিহরন জাগানো নিরালা বাংলো
চাঁদ ও অন্ধকারের দায়িত্ব ছিল
সেখানে সব-কিছু সুসজ্জিত রাখার
ভিজে বালির রেখা ধরে হাঁটতে হাঁটতে
একদিন দেখা হলো
জেলেপাড়ার মহারানীর সঙ্গে
চম্‌কে উঠেছিলুম, এ কী সেই
যার জন্য আমার নিজস্ব দ্বীপে
বাতাবরণ সৃষ্টি করার কথা ?
চোখের নিমেষে সে কাদাখোঁচা হয়ে উড়ে গেল।
তখন আমি নিয়ে বসলুম
খাতা ও কলম
তবুও চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

হাসপাতালে নার্সের কপালে গোল আয়না
যেন প্রথম দিনের সূর্য
আবার উপমা ? না. আয়না শুধু আয়না
কিন্তু তাকেও প্রশ্ন করা যায়,
আর কি ফিরে আসবো, আবার দেখা হবে ?
জ্ঞান হবার পর ফিরে এলো অন্য একজন মানুষ
আয়নায় অন্য মুখ
চেনা হলো না, চেনা হলো না
না তোমাকে, না তোমাকে, না তোমাকে।

নীল হাত

অর্জুন গাছের সঙ্গে বাঁধা ছোট ডাক-বাক্সটিকে
এইমাত্র ছুঁয়ে গেল একটি নীল হাত
মেখলিগঞ্জের রাস্তা শুয়ে আছে
এপাশে ওপাশে শুনশান।

বড় বড় গাছগুলি রোগা হয়ে গেছে এই শীতে
গোলাপ বাগানে ওরা স্বাস্থ্যবতী,
যে-রকম সবজিরা যুবতী
ভোরের পাতলা হাওয়া দোল খায় দোপাটির ঝাড়ে
সবই অবিচ্ছিন্ন ঠিকঠাক
তবু সাতটার বাসে জানলা থেকে
এক ঝলক একটি নীল হাত
আমায় হাতছানি দিয়ে গেল!

নীল, নীল, শুদ্ধ নীল, সমুদ্রে চাঁদের মতো নীল
অলীক বিদ্যুৎ লেখা যেন খুব কাছে
কখনো দেখিনি স্বপ্নে, চোখের পলকমাত্র দেখা
কৈশোর যৌবন ঘিরে স্পষ্ট তিনবার
যেদিন একুশে পা, মনে আছে
শেষবার সেই হাত প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল।

নীল হাত, নীল হাত, আমার এমন জ্বরে গরম নিশ্বাসে
দুপুরের নিরালায়, শরীরের বিষে
একাকিত্ব যাতনায়, মানুষের মুখ ভুলে যাওয়ায় বাসনায়
একবার চোখে চেপে ধরো।

ভোরবেলার মুখচ্ছবি

ভোরবেলার মুখচ্ছবি কোথায় লুকিয়ে রাখো
সারাদিন ?

দিনগুলি রেফ্ ও র-ফলা দিয়ে লেখা
স্নেহ গলে যায় রোদে, রোমকূপে বেড়ে ওঠে ঝাঁঝ
হাসি হাসি মুখগুলি এ ওর দু'কানে ঢালে বিষ
পাখি নেই, খাঁচাগুলি নড়ে চড়ে অযথা দৌড়োয়
জুতোর তলার ধুলো ধুলো নয় প্রচ্ছন্ন বারুদ
তোমায় দেখি না কেন, দেখেও চিনি না…

ভোরবেলার মুখচ্ছবি কোথায় লুকিয়ে রাখো
সারাদিন ?

খিদে-তেষ্টা

সজোরে খিদে পেয়েছিল,
তাই গিয়েছি খিড়কির দরজায়
এরকম ছোট ভুল হয়
নিজের হাত-পা তো কামড়ে কামড়ে খাইনি
দাঁত বসাইনি কোনো
চকিতা হরিণীর ঘাড়ে
শুধু ভিক্ষে চেয়েছিলুম তার কাছে।
ঘুমের মধ্যে সারা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে
ভেঙে যায় ভুল
তবু আবার তো ঘুমোতেই হয় মানুষকে
পরবর্তী ভুলটির জন্য।

তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছিল
কিন্তু এমন কিছু না
মরীচিকা ভেবে তো ছুটে যাইনি
কারুর কেয়ারি করা বাগানে
চাল-আড়তের কুলির

বুকের ঘাম চাটিনি
জিভ বাড়াইনি সম্রাটের
এঁটো থুতুর দিকে
তবু তো তৃষ্ণা মরে না।
বাতাসে নেই বৃষ্টি
শুকনো ঝর্নার ধারে পড়ে আছে
একরাশ মৃত প্রজাপতি
চোখে পড়ে না কোনো স্নিগ্ধ
অমৃত সরোবর।
আমার অস্থিরতা অজগরের মতন ফোঁসে
কারুকে কাঁদাবার জন্য
তার অশ্রু পান করবার জন্য।

বিরহিণীর শেষ রাত্রি

নতুন জানলার পাশে দাড়ি-না-কামানো থুতনি
রাত-জাগা চোখ।
কিছু দূরে টিলা
ডালপালা ছুঁয়ে আছে পীতবর্ণ মেঘ
তার ওপাশ অসীমের ঘর-বাড়ি।
বাতাসে ছড়িয়ে আছে তারা-পোড়া ছাই
বস্তুত এখন এই শেষ রাতে পৃথিবীরও
হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠবার
দাবি আছে।
এই নারী…
সেও কি পুরুষ চায়…
ছায়াপথ জুড়ে তার রতিতৃষ্ণা
উরু খুলে ডাকে কোনো চণ্ডাল-গ্রহকে?

হঠাৎ আকাশ খুলে যায়
যেন কোনো জাদুকর আমার মোহকে
জব্দ করবার জলে ছড়িয়েছে নতুন সম্মোহ
লক্ষ লক্ষ ডানাওয়ালা শিশু

হুবহু প্রি-র‍্যাফেলাইট
দ্বাদশ সূর্যকে ঘিরে খলখল শব্দে
হাসে।
এরা সব কোথা থেকে এলো ?
আমি তন্নতন্ন করে খুঁজি
ফের সিগারেট জ্বেলে
দেখি এই নতুন আকাশ।

পূর্বসংস্কার বশে আমার মগজ চায়
হাওয়ার তরঙ্গে ভাসা
দিক্‌বসনা রুবেন্‌স রমণী।
নেই।
শুধু শিশুদের ওড়াউড়ি…
ক্রমে ক্রমে তারা সব রং হয়ে গলে পড়ে
যেরকম রং
ছোঁয়নি কখনো কোনো পার্থিব আঙুল।
নীলের হৃদয়-চেরা নীল
টারকোয়াজ মথিত চাপা আভা
মার্জারি চক্ষুর মতো বিচ্ছুরিত হলুদ-খয়েরি
পাথরের ঘুম-ভাঙা সহসা-রক্তিম…
সেইসব রং ঠিক
জলস্তম্ভ হয়ে ওঠে
ফের ভাঙে
পরস্পর ঝাপ্‌টা মারে, যেন
শত শত ঐরাবত
স্নানের নেশায় মেতে আছে।

এমন নয় যে আমি এতেই মুগ্ধ হবো
স্তব্ধবাক হয়ে যাবো।
দৃশ্য-দৃশ্যান্তর ভেদ করে
উঠে আসে কান্না
এই দুঃখী বিরহিণী পৃথিবীর কান্নার আওয়াজ
কিছুতে ঢাকে না।
জেগে ওঠে গাছপালা

নদী ও নগরী
সুন্দরের একান্ত নিজস্ব নশ্বরতা।
মানুষ চায় না আর
মানুষের আয়ু
শিশুর খেলনার মতো চুতর্দিকে ধ্বংসবীজ
যে-কোনো রাত্রিই যেন
শেষ রাত
যে-কোনো শব্দই যেন শেষ ধ্বনি
যে-কোনো আলোই যেন
শেষ অন্ধকার আমন্ত্রণ।
যদি তাই হয়, তবে
তার আগে
রজস্বলা, হে ধরিত্রী,
অন্তত একবার
মহান সঙ্গমে যাও মহাশূন্যে
জ্বলে ওঠো
নিজের আগুনে।

একটা দুটো ইচ্ছে

একটা দুটো ইচ্ছে আমায় ছুটি দিচ্ছে না
যাবার কথা ছিল আমার সাড়ে ন'টার ট্রেনে
ছিল অটুট বন্দোবস্ত, রাত-পোশাকের বোতাম
তিনটে বাতিঘর পেরুলেই সীমা-সুখের স্বর্গ
একটা দুটো ইচ্ছে আমায় ছুটি দিচ্ছে না।

খেলাচ্ছলে দেখা হলো, খেলা ভাঙলো রাতে
শরীরময় জড়িয়ে রইলো সুদূরপন্থী হাওয়া
নদীর মতো নারীর ঘ্রাণ মোহ মধুর স্মৃতি
সবই বুকের কাছাকাছি, যেমন কাছে আকাশ
একটা দুটো ইচ্ছে তবু ছুটি দিচ্ছে না।